মেহেরপুরে পরোয়ানাভুক্ত ও মাদক মামলার ৫ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভুক্ত চারজন ও মাদক মামলার একজনসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (৭ ফ্রেব্রুয়ারি) সকাল থেকে শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে থেকে আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।

এদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভুক্ত জিআর, ও সিআর মামলায় ৪ জন ও মাদক মামলায় মেহেরপুর থানা পুলিশের অভিযানে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানমের সার্বিক দিকনির্দেশনায় মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে এ বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা মোঃ সহিদুল ইসলাম মেহেরপুর থানার জিআর নং- ২৯২/২১ (সাজাপ্রাপ্ত) মামলার আসামি, মোঃ মোকাদ্দেস ইসলাম মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং-২০ (তারিখ-১৬/০২/২০১৯) এর আসামি, মোঃ রাজু আহাম্মদ সিআর সাজা নং-২৭/২০১৯ (মেহেরপুর) মামলার আসামি, মোছাঃ রশিয়া খাতুন ঝিনাইদহ সিআর নং-৯৭৫/২০২৩ মামলার আসামি, মোঃ সেন্টু মিয়া মেহেরপুর সদর থানার এফআইআর নং-৩৭ (তারিখ-২৪/১১/২০২৪) এর আসামি, যাকে ১৫(৩)/২৫ডি স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

অভিযান চলাকালে আসামিদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়। পরে গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়ছে।

মেহেরপুর সদর থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এলাকায় মাদকবিরোধী ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতারের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে গাঁজাসহ যুবক ও পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার-২

এক কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ মো: লিখন মিয়া (২৫) নামের এক যুবক ও অপর একটি অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাক
(৩০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গাঁজাসহ আটক লিখন মিয়া গাংনী উপজেলার খাঁসমহল গ্রামের মৃক সাঈদ হোসেনের ছেলে। এছাড়া আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাক একই উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের আবুল কালামের ছেলে।

মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত থানা পুলিশের পৃথক দুটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি বানী ইসরাইল জানান, উপজেলার নওপাড়া নবীনপুর গ্রামের নওপাড়া- তেঁতুলবাড়িয়া রাস্তার পাশে একটি নির্মানাধীন পাকা বাড়ির সামনে থেকে লিখন মিয়াকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে এক কেজি গাঁজা ও একটি পাখি ভ্যান জব্দ করা হয়।
গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ধারা ৩৬
(১) সারণির ১৯ (ক)/৩৮ ধারায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। গাংনী থানার মামলা নং ৫।

অপরদিকে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালতের সিআর মামলা ৭৫২/২৪ এর পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাককে তাররবাড়িতে অভযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নাশকতার অভিযোগে করা মামলায় ৫৪ জন আসামি বেকসুর খালাস

বিগত সরকারের আমলে পুলিশের দায়ের করা মিথ্যা মামলায় জামায়াতের ৫৪ জন নেতাকর্মীকে বেকসুর খালাস দিয়েছে আদালত।
আজ রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক নুর নবীর আদালতে আসামি পক্ষের আইনজীবি মামলার যৌক্তিতা তুলে ধরে তাদের বেখসুর খালাসের আবেদন করলে মামলার ৫৪ জন আসামিকে বেকসুর খালাস দেন বিজ্ঞ বিচারক।

মামলার বিবরণে জানা গেছে ২০১৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে নাশকতার অভিযোগ এনে ১৯৭০ সালের স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট এর ১৫, ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানবলি আইনের ৪/৫ ধারায় জামায়াতের ৫৪ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন পুলিশ।

মামলায় আসামি করা হয়েছিল জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মী সেলিম রেজা, নুরুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম, জামায়াত কর্মী রিয়াজুল ইসলাম, মোফাজ্জেল হোসেন, আহাদ আলী, আজগর আলী, নুরুল ইসলাম, আলহাজ্ব হোসেন আলী, হিমু, বিমল হোসেন, মতিয়ার রহমান, হালিম, হাবিবুর রহমান, হাফিজুল, সাবদার আলী, শাহজাহান, হুমায়ূন কবীর, মোহাম্মদ আল-আমিন, মোহাম্মদ রাজন, সোহেল রানা, ইসমাইল হোসেন জমিদার, মোল্লা মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, তোজাম্মেল হক, খান

জাহান আলী, শেখ সাঈদ আহমেদ, আবুল হাসান, জাফর আলী আইনুদ্দিন, মোঃ নজরুল ইসলাম, ইমরান হোসেন, মনিরুজ্জামান, আব্দুস সালাম, শামসুল আলম, মহসিন আলী, আব্দুস সামাদ, আমিরুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, শাজাহান খান, আবু ইউসুফ মিরন, সামাদুল ইসলাম, আব্দুল জাব্বার মাস্টার, সাইফুল ইসলাম, কামাল শেখ, মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ, শাহাবুদ্দিন, আলামিন ওরফে বকুল, ইসরাইল, আব্দুল মতিন, ফারুক ওরফে আব্দুল বারী, সোহেল রানা ডলারকে আসামি করা হয়। দীর্ঘদিন পর রবিবার মামলার সকল আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দীন খান বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার সরকারের আমলে জামায়াত ইসলামীর প্রায় ১ হাজার নেতাকর্মীদের নামে ৮৬টি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিল। মামলায় শত শত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ ও রিমান্ডের নামে নির্যাতন করা হয়েছে। শুধু পুরুষকে নয় মামলায় আসামি করা হয়েছিল আমাদের সংগঠনের বোনদের। এসব মামলার মধ্যে ইতোমধ্যে ২৪ টি মামলায় জামায়াতের নেতাকর্মী বেকসুর খালাস পেয়েছেন।

এই মামলাটি ৮৬ টি মামলার মধ্যে ২৪ তম রায়। বাকী মিথ্যা মামলাগুলোও বিজ্ঞ আদালত বেকসুর খালাস পাবো বলে আশা করছি।

১৬ বছর পর পিলখানা মামলার আসামি তৌহিদ ও শাকিল ফিরলেন বাড়ি

আলোচিত পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দীর্ঘ ১৬ বছর কারাভোগের পর চুয়াডাঙ্গার দর্শনার দুই বিডিআর সদস্য তৌহিদ হোসেন ফকির ও শাকিল নিজ নিজ বাড়িতে ফিরেছেন।

দর্শনা থানার পারকষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের বড়বলদিয়া বাজারপাড়ার আব্দুস সালাম ফকিরের ছেলে তৌহিদ হোসেন ফকির এবং দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুবুলপুর গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে শাকিল গত ২৩ জানুয়ারি জামিন পেলেও দুদিন পর ২৫ জানুয়ারি (শনিবার) বাড়ি ফেরেন।

২০০৬ সালে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফেরাতে বিডিআরে যোগ দিয়েছিলেন তৌহিদ। কিন্তু ২০০৯ সালের পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিনি ও শাকিল আসামি হয়ে চাকরিচ্যুত হন এবং কারাগারে পাঠানো হয়। তৌহিদ জানান, ঘটনার সময় তিনি ব্যারাকেই ছিলেন, তবুও তাকে আসামি করা হয়।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর তৌহিদ ও শাকিল বাড়ি ফিরলে তাদের দেখতে ভিড় জমায় স্থানীয়রা। পরিবারের সদস্যরা আবেগাপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

তৌহিদের বাবা-মা বলেন, “আমাদের সন্তানকে ফিরে পেয়েছি, এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। তবে তাদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। আমরা মামলা প্রত্যাহার ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানাই।”

তৌহিদের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছেন, আর শাকিল এখনো অবিবাহিত। তিনি বলেন, “ছুটিতে এসে বিয়ে করার কথা ছিল, কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি।”

বিডিআর তৌহিদ বলেন, “পিলখানার ঘটনার সময় ব্যারাকে থাকলেও আমাকে আসামি করা হয় এবং চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। আমি চাকরি পুনর্বহাল, মামলা থেকে অব্যাহতি ও ১৬ বছরের পাওনা প্রদানের দাবি জানাই।”

তিনি আরও বলেন, “আমি বাংলাদেশ বিডিআরের হয়ে বক্সিংয়ে স্বর্ণপদক ও বাংলাদেশ অলিম্পিক গেমসে ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেছি। তিন বছরের চাকরিজীবনে আমি ল্যান্স নায়েক পদে পদোন্নতি পেয়েছিলাম।”

বিডিআর শাকিল বলেন, “ছাত্র আন্দোলনের কারণে আমরা মুক্তি পেয়েছি, তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। পাশাপাশি সরকার যেন আমাদের চাকরি পুনর্বহাল করে এবং ন্যায়বিচার দেয়, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।”

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ছয় আসামিসহ ৭ জন গ্রেফতার

বিএনপির নেতাকর্মীদের বাড়ি ঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে দায়ের করা মামলার পলাতক ছয় আসামিকে ও অপর একটি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশে।

শনিবার (২৫ জানুয়ারি) ভোররাতে পুলিশের একটি বিরাট টিম পিরোজপুর গ্রাম ঘেরাও করে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ মেসবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেন। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, পিরোজপুর

গ্রামের শিশুপাড়া এলাকার আব্দুল আওয়ালের ছেলে সিআর – ৮৮৬/২৪ মামলার পলাতক আসামি মোঃ মিকাইল (৩০), একই এলাকার একই মামলার অপর আসামি যথাক্রমে খোকন সর্দারের ছেলে মোঃ মেহেদী (২২), আনসার আলীর ছেলে আকিজুল ইসলাম (২২), মৃতু উকিল হোসেনের ছেলে আজাহার (৪৮), আসকর আলীর ছেলে মতিউর (৪৫), খোকন হোসেনের ছেলে সাইদুল ইসলাম (৩২) ও একই গ্রামের মৃত খোকন আলীর ছেলে সিআর ১১৭৫/২৪ নং মামলার আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক মোহাম্মদ ইয়াছিন (৪৫)।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিনের নের্তৃত্বে সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এসআই প্রহলাদ রায়, এসআই মোঃ নাহিরুল ইসলাম, এসআই উজ্জল হোসেন, এসআই জহুরুল ইসলাম, এসআই বি এম রানা, এসআই স্বপন মন্ডল, এএসআই মোঃ মাহবুব আলম, এএসআই মোঃ মিরাজুল ইসলাম, এএসআই মোঃ শফিকুল ইসলাম, এএসআই মোঃ আশরাফুল আলম, এএসআই/মোঃ গোলাম হোসেন, এএসআই (নিঃ) মনিরুজ্জামানসহ, সংগীয় ফোর্স গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

ওসি সেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, আজ শনিবার (২৫ জানুয়ারি) বিকালে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, বিগত আগস্টের ৭ তারিখে আসামিরা পিরোজপুর গ্রামের বিএনপির ৩০ টি ঘর বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। এঘটনায় স্থানীয় বিএনপি নেতা দয়াল হোসেন বাদি হয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালামকে প্রধান আসামি করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলার পর থেকেই এসব আসামিরা পলাতক ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হেসেনের ভগ্নিপতি জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস তার শ্যালক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ক্ষমতায় ওই এলাকার বিএনপি জামায়াতের শত শত নেতাকর্মী বাড়ি ছাড়া করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল জরিমানাসহ সারাবছর বাড়ি ঘরে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালাতেন। পাঁচ আগস্ট প্রেক্ষপট পরিবর্তনের পরপরই বাবলু বিশ্বাস ও তার কাছের ক্যাডারা এলাকা ছাড়া হয়ে যান। পরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ইপর হামলা মামলায় গ্রেফতার হন বাবলু বিশ্বাস, তার তার স্ত্রী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শামীম আরা হিরা, শ্যালক সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গ্রেফতার হন। শামীম আরা হিরা জামিনে মুক্ত হলেও বর্তমানে বাবলু বিশ্বাস ও মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এখনো জেলে রয়েছেন।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্তসহ ৩ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার বিশেষ অভিযানে এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামিসহ বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক তিনটি টিম বুধবার দিবাগত রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুর পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার ভরাট গ্রামের রুহুল আমীনের ছেলে জিআর ২৪১/১৬ নম্বর মামলায় এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মোহাম্মদ সেলিম(৪০), একই উপজেলার কসবা গ্রামের মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ৯৫৫ /২৪ মামলার আসামি মোহাম্মদ মতিন আলী (৫৫) ও পলাশীপাড়া গ্রামের মোঃ সাদেক আলীর ছেলে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর ৮৭/২৪ মামলার আসামি মোহাম্মদ টুটুল হোসেন (৩২)।
ওসি বানী ইসরাইল বলেন, সাজাপ্রাপ্তসহ তিনজন আসামিই আদালতের পরোয়ানাভূক্ত। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে।
গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) বিকালে আদালতে নিলে বিজ্ঞ আদালতে তাদের জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

মেহেরপুরে সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর শহরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে জিআর মামলায় ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মোহাম্মদ ওসমান আলী (৫৮) কে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত মোহাম্মদ ওসমান আলী মেহেরপুর শহরের চক্রপাড়া এলাকার মোহাম্মদ আজগর আলীর ছেলে।

মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) বিকালে মেহেরপুর শহরের চক্রপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিনের নের্তৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) জহুরুল ইসলাম, এসআই বিএম রানা, এএসআই মিরাজুল ইসলাম, এএসআই মোঃ শহিদুল ইসলাম ও সংগীয় ফোর্স অভিযানে অংশ নেন।
গ্রেফতারকৃত মোহাম্মদ ওসমানের নামে জিআর -১৪৬ /১৬ মামলা রয়েছে। এই মামলায় তাকে ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছে আদালত। আসামীকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।

গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা- আসাদুজ্জামান বাবলু

গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন হত্যা মামলার আসামিদের ফাঁসি দাবী করে গাংনী উপজেলা শহরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি হাসপাতাল

বাজার এলাকার দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

সেখানে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহবায়ক শাজাহান সেলিম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলামসহ বিএনপি’র অন্যান্য নেতা কর্মীরা

প্রতিবাদ সমাবেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে কুপিয়ে ও গলাকেটে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রত্যেকটা হত্যাকারীকে পুলিশ সনাক্ত ও তাদের গ্রেফতার করেছে। হত্যাকারীরা সবাই আওয়ামীলীগ থেকে বিএনপিতে অনুপ্রবেশকারী। আলমগীর হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি ছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের গুন্ডা ও সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর বডিগার্ড। ২ নং আসামি রবিউল ইসলাম বিপ্লব ছিল ছাত্রলীগের ক্যাডার এবং গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র যুবলীগ নেতা আশরাফুলের বডিগার্ড। এরা দুজনেই নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠণ পূর্ববাংলার সদস্য। এই সব অনুপ্রবেশকারীকে দলে ভিড়িয়ে বিএনপির সাধারণ কর্মীকে হত্যা করা হচ্ছে। যারা এইসব অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসীদের দলে ভিড়িয়েছে তাদেরও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি করছি।

বাবলু আরও বলেন, যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন একজন নিরীহ মানুষ। তাকে শুধু দুই লক্ষ টাকার জন্য হত্যা করা হয়নি। এই হত্যাকান্ডের পেছনে অনেক রহস্য আছে। সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পুলিশ ও র্যাবকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বারবার বলেছেন, আওয়ামীলীগ থেকে কোনো অনুপ্রবেশকারীর বিএনপিতে কোনো যায়গা হবেনা। তারেক রহমানের নির্দেশ মেনে চললে গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা।

তিনি বলেন, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের বিএনপি নেতা লাবলু হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি বিস্কুট বর্তমান জেলা বিএনপির আহবায়ক মিল্টনের হাত ধরে বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেছেন। বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেই আবারও নতুন করে বিএনপির নেতাকর্মীদের উপর জুলুম, অত্যাচার,

নির্যাতন শুরু করেছে। এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে বলেও হুশিয়ারী দেন তিনি।

তিনি বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠণ ছাত্রলীগের জন্মদিন পালন উপলক্ষে পিকনিকের নামে ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে সার ব্যবসায়ীদের ব্যানারে মিটিং মিছিল করতে চেয়েছিল। বিএনপির নেতাকর্মীরা সেটি বাঞ্চাল করে দিয়েছেন।
যুবদল নেতা আলমগীর হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই হত্যার সাথে কেউ জড়িত থাকলে সে যতবড় শক্তিশালী হোক না কেনো তাদের গ্রেফতার করতে হবে।

শেখ হাসিনা-কাদেরসহ হত্যা মামলার আসামি মেহেরপুরের ১১ জন

ছাত্র-জনতার গণঅভূত্থানে রাজধানীর উত্তরায় নিহত হন মো. আলী হুসেন। এ ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ১৮৯ জনের নামে মামলা হয়েছে। যেখানে নাম রয়েছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলসহ ১১ জনের।

রোববার (৮ ডিসেম্বর) সকাল ১১টার দিকে নিহতের আত্মীয় মো. মফিজুল ইসলাম সানা ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট (উত্তরা পূর্ব) আমলী আদালতে এ মামলা দায়ের করেন। সিআর মামলা নম্বর – ৪৪/২০২৪ ।

মামলাটিতে আসমিদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা থেকে রয়েছেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল (আসামি নম্বর ১৪১) ও তার ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল (আসামি নম্বর ১৪২), সদ্য সাবেক মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু (আসামি নম্বর ১৪৩) ও তার ভাই মোঃ শীলু (আসামি নম্বর ১৪৪), মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন (আসামি নম্বর ১৪৫), মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান (আসামি নম্বর ১৪৬), মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক অপর সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন (আসামি নম্বর ১৪৮), মেহেরপুর জেলা

পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসূল (আসামি নম্বর ১৪৯), মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান মোতাসিম বিল্লাহ মতু (আসামি নম্বর ১৫০), সোনা গাইনের ছেলে মাহফুজুর রহমান নবাব (আসামি নম্বর
১৫১) ও জিনারুল গাজীর ছেলে মুরশিদ আলম লিপু (আসামি নম্বর ১৫২)।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ১৮ জুলাই, আসামিরা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে, আর্থিক সহযোগিতা, নির্দেশনা ও পরিকল্পনা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উত্তরা পূর্ব থানাধীন ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশে আজমপুর মোড়ের পাকা রাস্তার উপস্থিত থেকে আাসামী শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের , তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী , আইনমন্ত্রী, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী এবং পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকতাদের নির্দেশনায় বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা ও উল্লেখিত আসামীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঢাকা মেট্রোপলিটনের উত্তরা-পূর্ব থানাধীন ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশে আজমপুর মোড়ের পাকা রাস্তার উপস্থিত হয়ে অবস্থান নেয়। এর পর হতে বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনকারী সাধারন ছাত্র জনতা এর মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। এর এক পর্যায়ে বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা ছাত্র জনতার উপর অর্তকিত গুলি হামলা চালায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে অবস্থানরত মো: আলী হুসেনকে লক্ষ্য করে গুলি করলে তাহার পেট, বুক ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং সে মহাসড়কের উপরে পড়ে থাকে।

এমতাবাস্থায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরবর্তী কোন এক সময় সঙ্গীয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী সাধারন ছাত্র জনতা মধ্য থেকে স্বাক্ষীগন সহ কয়েকজন ছাত্র জনতা এসে মো. আলী হুসেনকে হাত পা ধরে তুলে নিয়ে নিকটবর্তী কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে, জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মো. আলী হুসেনকে মৃত ঘোষণা করে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৯ আসামি গ্রেফতার

২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৯ আসামি গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ জন ও নিয়মিত মামলার ৪ আসামি রয়েছেন।

রবিবার সকাল থেকে আজ সোমবার (১১ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর থানা পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পৃথক টিম আলাদা আলাদা অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপরের কন্ট্রোলরুম এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আজ সোমবার (১১ নভেম্বর) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নেওয়া হবে।